শহর ও জেলার খবর

তিস্তা নিয়ে কোনও সমাধান মিললে, তা মমতার হাত ধরেই হতে হবে

নারায়ণ দাস

‘ওঁদের আলাদা করে চাইবার কিছু নেই’, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য করার অর্থ এই নয় হাসিনার সঙ্গে আলোচনাকালে তিস্তা প্রসঙ্গটি একবারও আসেনি। কারণ দিল্লির সঙ্গে দীর্ঘ সময় ঝুলে থাকা তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে হাসিনার যত কথাই হোক, দিল্লি ভালো করেই জানে মমতার সম্মতি ব্যতীত তিস্তা নিয়ে কোনও সমাধানে আসা সম্ভব নয়। আর মুখ্যমন্ত্রীও তিস্তার জল বাংলাদেশের জন্য ছাড়া নিয়ে রাজ্যের কিছু অসুবিধে রয়েছে, তা তিনি আগেই জানিয়েছেন--- সেই অবস্থান থেকে মমতার সরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে হয়েছে। তাই ঢাকাও ভালো করেই জানে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রীর যতই আলোচনা হোক, তিস্তা নিয়ে যে সমস্যা, তার সমাধান আদৌ যদি কিছু মেলে, তা মমতার হাত ধরে। ঢাকা তাই চেয়েছিল হাসিনার সফরকালে মমতার সঙ্গে তাঁর আলাদা করে কিছু কথা হোক, তা শুধু সৌজন্য বিনিময়, কলকাতা বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম গড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। অনুরোধ যখন এল, তখন মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন--- এবং ফলশ্রুতিতে হাসিনার ঢাকা ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর মমতার সঙ্গে বসে মুখোমুখি আলোচনা।

বেশ সময় নিয়ে সেই আলোচনায় একবারটির জন্যও তিস্তা আসেনি--- তা ভাবাই যায় না। কারণ গরজটা বাংলাদেশের। আর দিল্লিও চায় সমস্যার সমাধান হোক। যদিও দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী যে পর্যন্ত তিস্তা নিয়ে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন, তিস্তার জল শুখা মরশুমে বাংলাদেশে কখনও গড়াবে না।

শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হাসিনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে--- এই সম্পর্কে একমাত্র কাঁটা হয়ে আছে তিস্তা। ঢাকা তিস্তা নিয়ে সেই কাঁটা দূর করতে চায়। সুতরাং শেখ হাসিনার সঙ্গে মমতার যে আলোচনা হল, সেখানে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ের বেশি কিছু ছিল না, যা ছিল দুই বাংলার সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা। সত্তরের দশকে ফারাক্কায় গঙ্গার জলবণ্টন যেমন একটা স্পর্শকাতর ইস্যু ছিল, তিস্তাও সেই রকম একটা ইস্যু। তাই হাসিনার আবার মমতার কাছে বিষয়টি তোলা স্বাভাবিক।

হাসিনা যখন শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করতে এখানে এলেন, তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অতি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন--- এইবার তিস্তা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত হলে হতে পারে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে থাকবেন। সুতরাং এই তিনজনের একসঙ্গে মিলিত হওয়া একটা দুর্লভ ঘটনা। দিল্লির সাউথ ব্লকও মনে করেছিল, তিস্তা নিয়ে সমাধানের সূত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও, আলোচনা হতেই পারে। বাংলাদেশ একের অধিকবার জানিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তার জলের বিকল্প প্রস্তাব দিলেও, তিস্তার সমাধান থেকে তারা সরে আসবে না। সুতরাং তিস্তা বাংলাদেশিদের মনে মনে। দলমত নির্বিশেষে সবাই এই সমস্যার সমাধান চায়। আর সেদেশের নির্বাচনের আগে এই বিষয়টি নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার দিল্লির কাছ থেকে নির্ভর করার মতো যদি কোনও আশ্বাস না পান, তাহলে বিরোধীদের ভোটের প্রচারে এটা প্রধান হাতিয়ার হবে,. যা শাসক দলের পক্ষে চরম অস্বস্তিকর।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হাসিনা-মমতার মধ্যে তিস্তা নিয়ে হয়তো আলোচনা হয়েছে--- কিন্তু তা বলার মতো কিছু নয় বলে কেউ মুখ খোলেননি। এখন সবচাইতে যা দেখার, তা হল, বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, সেদেশের মানুষের, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের তিস্তা নিয়ে যে দৃঢ় মনোভাব, আর বাংলাদেশের স্বার্থ তদুপরি হাসিনার সঙ্গে তাঁর সহৃদয়তার বিষয়গুলি বিবেচনা করে মমতা তিস্তা নিয়ে একটু নরম হলেন কিনা।

কিন্তু তিস্তার দুই ফোঁটা জলের এক ফোঁটা বাংলাদেশকে দেওয়া শুধু নয়, যখন শুখা মরশুমে এই নদীতে জলপ্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়, তখন সেই জল থেকে কতটুকু জল বাংলাদেশের জন্য ছাড়া যায়? আর সেই জল পেয়ে বাংলাদেশের তৃষ্ণা কি মিটবে? তবে শাসক দল রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে, বলতে পারবে, তিস্তার সমাধান মিলেছে।

২০১৭ সালে শেখ হাসিনা যখন দিল্লি এসেছিলেন, তখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। আর তখনই হাসিনাকে তিস্তার বিকল্পে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মমতা। তাছাড়া বাংলাদেশের তীব্র বিদ্যুৎ সমস্যা মেটাতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রস্তাবও চেয়েছিলেন। তাই হাসিনা ঢাকা ফিরে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘চাইলাম পানি, পেলাম বিদ্যুৎ--- যাক তাই-ই ভালো।’

সমাবর্তন ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ২৮ মে— বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ঘিরে একের পর এক বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। দীর্ঘ ১০ বছর পর বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীর পদধুলি পড়া এবং পাঁচ বছর পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি হওয়ায় আপাতত খুশি ছাত্রছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মহলের একাংশ। কিন্তু অখুশিও অন্য একাংশ। কারণ, হিসাবে অনেকের অনেক কিছু অভিযোগ। কেউ বলছেন, সমাবর্তন মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে। কেউ বলছেন, সমাবর্তনের ইতিহাস বদলে দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ বলছেন গুরুদেবের রীতিকে লংঘন করা হয়েছে। এইসব মিলিয়ে সমাবর্তনকে ঘিরে বিশ্বভারতীর শিক্ষামণ্ডলীর একাংশ সরব। শুধু তাই নয়, সোমবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেনের কাছে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে কর্মিসভার পক্ষ থেকে। দাবি, সমাবর্তনের দিনটি কালো দিনে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ মে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানে দীর্ঘ দশ বছর পর উপস্থিত হয়েছিলেন আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দিষ্ট সময়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছান নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন মঞ্চে উপস্থিত হন। আম্রকুঞ্জে মোদি প্রবেশ করতেই ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত অন্যান্যরা ‘মোদি মোদি’ স্লোগান দেয়। শুধু তাই নয়, মোদির বক্তব্য চলাকালীনও লাগাতার ‘মোদি মোদি’ স্লোগান দিতে থাকে। এমনকি বিভিন্ন দিক থেকে মোদির বক্তব্যের সময় উড়ে আসছিল ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি, হাততালি ও সিটি। এই ঘটনায় রীতিমত হতবাক সবাই। উপস্থিত কবি-প্রেমীদের মুখে অনুষ্ঠানের দিনই সমাবর্তনে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে বলে শোনা গিয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি’র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, লকেট চ্যাটার্জি প্রমুখ। তাঁরা অতিথি আসনে বসে সমাবর্তন অনুষ্ঠান দেখেন। অভিযোগ, মোদি এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন যাতে রাজনৈতিক প্রচারকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এইসব কিছুর পর একটা বিতর্ক ঘটনার দিন থেকেই শুরু হয়েছিল শিক্ষাঙ্গনে। আর সেই বিতর্কের পূর্ণচ্ছেদ পড়ল অবশেষে উপাচার্য ঘেরাওয়ের মাধ্যমে। সোমবার উপাচার্য সবুজকলি সেনকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় এই মর্মে। কর্মিসভার তরফে বলা হয়েছে, সেদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বিশ্বভারতীর একটা কালো দিন। সেই দিনের অনুষ্ঠানে কবিগুরুর ভাবাদর্শকে কলুষিত করেছে। অনুষ্ঠানে ঘটে যাওয়া অসামাজিক কার্যকলাপে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ভুলুণ্ঠিত।

অন্যদিকে, কর্মীদের একাংশের দাবি, সেদিনের ঘটনা ছিল আকস্মিক। প্রধানমন্ত্রীকে এত কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে অনেকেই অত্যুৎসাহী হয়ে স্লোগান দিয়েছে। কেউ কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করে কোনও স্লোগান দেয়নি। সবার মুখে ছিল শুধু ব্যক্তি মোদির সমর্থনে স্লোগান। আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাই তাঁকে এই রাজ্যে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য দলের কিছু প্রতিনিধি এসেছিলেন। এই দুই পক্ষের ব্যাখ্যা নিয়ে এখন বিশ্বভারতী সরগরম।

যুবশক্তিকেই লোকসভায় তুরুপের তাস করতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি– আসন্ন ২০১৯-এর লোকসভা ভোটেই বাংলাতে পদ্ম ফোটাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। সেইমতো সর্বশক্তি দিয়ে প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেইমতো লোকসভা ভোটে এবার গেরুয়া শিবিরের নতুন চমক যুব বাহিনী।সূত্রের খবর, লোকসভায় যুবশক্তিকেই তুরুপের তাস করতে চাইছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বিজেপির সর্বভারতীয় যুবমোর্চার সভানেত্রী পুনম মহাজনের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রচার চালান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। এছাড়াও যুব মোর্চাকে নতুন করে সাজাতে ও যুব মোর্চার সংগঠন আরও চাঙা করতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রের বিশেষ প্রতিনিধি দল। বিজেপির যুব মোর্চার এক সদস্যের কথায়, বেকারত্ব ও মোদির ডিজিটাল ইন্ডিয়ার চিন্তাভাবনাকেই প্রচারে হাতিয়ার করবে বিজেপি। শুধু জেলায় নয়, কলকাতাতেও জোরদার প্রচার চালাবে বিজেপির যুব মোর্চা, সূত্রের খবর এমনটাই।

অন্ডালে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মে– - শনিবার কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসানসোল আসেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ বিমানে তিনি ভারতে আসেন। তাঁর বিমান ১২টা নাগাদ অন্ডালের কাজি নজরুল বিমানবন্দরের মাটি ছুঁতেই ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল এই বিমানবন্দরের। এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক বিমান অবতরণ করল এই বিমানবন্দরে। চালু হওয়ার পর কলকাতা-দিল্লি রুটের বিমান অন্ডালে অবতরণ করলেও আন্তর্জাতিক বিমানের অবতরণ এই প্রথম।

কৃষক বিক্ষোভের জেরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি— পূর্ব সেন্ট্রাল রেলের দানাপুর ডিভিশনে বারিহা স্টেশনে কৃষক বিক্ষোভের জেরে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত রেল চলাচল বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন ট্রেন মালদা, আসানসোল ও দানাপুর সেকশনের দাঁড়িয়ে যায়। কিশান বিক্ষোভের জেরে ভাগলপুর-মুজফ্‌ফরপুর জনসেবা এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়।

কর্মখালি

Eastern Dooars B.Ed. Training College, P.O.-Bhatibari, Dist.: Alipurduar, Pin-736121. Applications are invited from eligible candidates for the post of Professor, Associate Professor for M.Ed. Course & Asst. Professor in Mathematics for B.Ed. Course having qualifications as per the NCTE norms 2014. Apply within 30 days. Ph. No.: 03564-222413 E-mail: **edb-dtc@gmail.com**

President

ধৃত শিক্ষকদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি চাই।
দলমত নির্বিশেষে
শিক্ষকসমাজ পথে
ঃ আমাদের দাবী ঃ
শিক্ষক রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর সি.বি.আই. তদন্ত
পরিবারের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ
শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তি ও এফ. আই. আর. প্রত্যাহার
নির্বাচনের কাজে শিক্ষক ও ভোট কর্মীদের
২৮শে মে, ২০১৮

রাজকুমার রায়ের হত্যার প্রতিবাদে ও ধৃত শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে সোমবার কলকাতায় শিক্ষক মিছিল। —বিশ্বজিৎ ঘোষাল

সংকারের সময়েই জমা দিতে হবে মৃতের রেশনকার্ড

সুবীর মুখার্জি

মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ড দেখিয়ে রেশন তুলে নিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণির অসাধু রেশনগ্রহীতা। আর এই নিয়ে রীতিমতো কপালে ভাঁজ পড়েছে খাদ্য দফতরের কর্তাদের। কোটি কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়ে রেশন দোকানের মাধ্যমে চাল, গম এবং চিনি থেকে শুরু করে নানা ধরনের দ্রব্যাদি সস্তায় বন্টন করা হয় রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে। একশ্রেণির রেশন গ্রাহক পরিবারের মৃত ব্যক্তির কার্ডে এখনও রেশনের এই সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে ছাড়ছেন না।

এই অপচেষ্টা রুখতে মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ড শ্মশানের রেজিস্ট্রি অফিসে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিচ্ছে খাদ্য দফতর।

ইতিপূর্বে মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ড যত দ্রুত সম্ভব সংশিষ্ট দফতরে জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল খাদ্য দফতরের। সেই নিয়মানুযায়ী মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ড সংশিষ্ট রেশন অফিস বা পুরসভাতে জমা দিতে হত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানছেন না একশ্রেণির অসাধু রেশনগ্রাহক। আর এরই জেরে কোনওভাবেই মৃত ব্যক্তির কার্ডে রেশন তোলার কাজ আটকানো যাচ্ছে না।

রাজ্যে প্রায় সাড়ে আট কোটি রেশন গ্রাহক রয়েছেন। খাদ্য দফতরের হিসাবমতো এর মধ্যে প্রায় আড়াই শতাংশ মৃত ব্যক্তির কার্ড·দিয়ে নিয়মিত রেশন তোলা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসায় পরেই নড়েচড়ে বসেছেন খাদ্য দফতরের কর্তারা। যেকারণে খাদ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংকারের সময়েই মৃত ব্যক্তির রেশন কার্ড এবার শ্মশানঘাটের অফিসে জমা দিতে হবে। গোটা প্রক্রিয়ার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করতে চাইছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যেতিপ্রিয় মল্লিক।

খাদ্য দফতরসূত্রে খবর, বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে-র কাছে প্রস্তাবাকারে পাঠানো হয়েছে. মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য। তাঁর অনুমোদন পেলেই এটি কার্যকরী করা যাবে এবং এর ফলে মৃত ব্যক্তির নামে রেশন তোলার দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন খাদ্যমন্ত্রী।

খাদ্য দফতরসূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা এবং পঞ্চায়েত অফিসের কাছে মৃত ব্যক্তির রেশনকার্ড নিয়ে নয়া নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এলাকায় কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে দেহ সংকারের সময় তা যেন সত্বর শ্মশানঘাটের অফিসে জমা দেওয়া হয়। সেখান থেকে পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে এব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে। এরপর পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খাদ্য দফতরকে এব্যাপারে অবগত করা হলে তারা সার্ভারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করবে। খদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করছেন।

অন্যদিকে খাদ্য দফতরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, রেশন তোলার জন্য প্রায় সাত লাখ নতুন ডিজিটাল রেশন কার্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত রেশনকার্ডধারী তাদের ডিজিটাল কার্ড নিচ্ছেন না। প্রায় একবছর ধরে এই সমস্ত রেশনকার্ড জমা পড়ে রয়েছে।

খাদ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবিলম্বে কার্ড নেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন প্রচার চালানো হবে। জেলাশাসক এবং বিডিওরা এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। জেলাগুলির স্থানীয় সংবাদপত্রেও বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ না হলে দুমাস অপেক্ষা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা কার্ড নেবেন না সেইসব পড়ে থাকা কার্ড ব্লক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে খাদ্য দফতর বলে জানা গিয়েছে।

জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৮ মে— ১৭ বছরের চাকরি জীবনে ১৪ বার বদলি হয়েছেন। আর তাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও জেলাশাসকের কাছে। না এটা কোনও সিনেমার গল্প নয়। এই আবেন জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের ত্রাণ দফতরের কর্মী বছর বিয়াল্লিশের অরুনাভ ব্যানার্জি। অরুনাভ বাবুর বাড়ি চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ওলাইচণ্ডীতলায়। তাঁর দাবি জেলাশাসকের দফতরের স্থাপত্য দফতরের আধিকারিক বিজন দত্তের অঙ্গুলি হেলনেই তিনি বছরের পর বছর এরকম অনৈতিক কার্যকলাপের শিকার হচ্ছেন। তাই একপ্রকার বীতশ্রদ্ধ হয়েই স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেছেন। অরুণাভবাবু বর্তমানে গোঘাট ২ নম্বর ব্লকে কর্মরত। অকৃতদার অরুনাভবাবুর উপর নির্ভরশীল তাঁর অসুস্থ মা, এক বিধবা দিদি ও এক প্রতিবন্ধী ভাগ্নে। তাঁর দাবি, এই চাকুরিটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল। মাইনের টাকাতেই তাঁকে মায়ের ওষুধ থেকে শুরু করে দিদি ও ভাগ্নেকে নিয়ে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রে দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর দাবি, জেলাশাসকের দফতরের স্থাপত্য দফতরের আধিকারিক বিজন দত্ত ও আরও কয়েকজন দিনের পর দিন নানা দুর্নীতি করে চলেছেন। তিনি প্রতিবাদ করাতেই শাস্তিস্বরূপ বদলি করা হচ্ছে। আর চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে তিনি এই প্রতিবাদ না করে নতি স্বীকার করে নেন। এমনকি বাড়ির কাছাকাছি বদলির জন্য তাঁর কাছে টাকাও চাওয়া হয়। তিনি বলেন, এর আগে তিনি আরামবাগ মহকুমায় কাজ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক দায়িত্ব সামলে প্রতিদিন ৭ ঘন্টা যাতায়াত আর তিনি পেরে উঠছেন না। এনিয়ে তাঁর হয়ে একবার চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের বিডিও জেলাশাসককের কাছে চিঠি দিলেও এই ঘনঘন বদলি হওয়া আটকানো যায়নি। তিনি বলেন, আসলে বিজনবাবুদের মত অফিসারদের অনৈতিক কাজ সমর্থন না করার কারণেই তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। সমস্ত বিষয় জানিয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে তিনি জানিয়েছেন। তাতেও কোনও প্রত্যুত্তর না মেলায় অরুণাভবাবু এবার জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। যদিও এবিষয়ে বিজন দত্তের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দাদাগিরি ও তোলাবাজির অভিযোগে সরব দলেরই একাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৮ মে– পঞ্চায়েত ভোট মিটতে না মিটতেই আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দিন দুয়েক আগেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে খুন হয়েছেন বিদায়ী উপপ্রধান। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব হল তৃণমূলেরই একাংশ। এই ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও তাঁকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর এলাকায়। জানা গেছে, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতার নাম নিমাই মণ্ডল। তাঁকে এই কাজে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পিয়ারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু রজত সিংহের বিরুদ্ধে। সোমবার নিমাই মণ্ডলের গ্রেফতার ও বড়বাবু রজত সিংহকে বদলির দাবিতে পিয়ারাপুর ফাঁড়ির সামনে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুদর্শন বরের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলেরই কিছু কর্মী-সমর্থক। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় থাকা কারখানাগুলি থেকে নিমাইবাবু জোর করে টাকা তোলার পাশাপাশি প্রতিবাদী তৃণমূল কর্মীদের মারধরও করেন। আরও অভিযোগ, একজন সাধারণ পঞ্চায়েত সদস্য হয়েও বর্তমানে প্রচুর বেহিসাবি সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন নিমাইবাবু। অভিযোগ, নিমাইবাবুর এই সমস্ত অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করলেই মারধর করার পাশাপাশি বিভিন্ন হুমকিও দেওয়া হয়। রজত সিংহ নিমাইবাবুর থেকে টাকা নিয়ে চুপ করে থাকায় পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এদিন নিমাই মণ্ডলের গ্রেফতারের দাবি জানানোর পাশাপাশি ফাঁড়ির বড়বাবু রজত সিংহেরও বদলির দাবি জানায় তারা। অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নিমাইবাবু জানান, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুদর্শন বর বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এমনকি সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রচুর টাকা তুলেছেন।

শহরে দুটি পথদুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি— সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার কাজের দিনে শহরে দুটি পথদুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পৃথক দুই পথদুর্ঘটনা শহরের দুই প্রান্তে ঘটেছে। শ্যামপুকুর থানা এলাকার বিধান সরণিতে দুর্ঘটনায় এক পথচারির মৃত্যু হয়েছে। এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নোয়াপাড়ার বাসিন্দা বছর উনপঞ্চাশের টিনা রায়চৌধুরী বিধান সরণি ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বেসরকারি বাস টিনা রায়চৌধুরীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় টিনা রায়চৌধুরীকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। যদিও কিছু সময়ের মধ্যেই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘাতক বাস ও চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, বেহালা থানা এলাকায় একটি বাইক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে হরিদেবপুর থানার কাছে বি এল সাহা রোডের ওপর। একটি মোটর সাইকেলকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় মোটর সাইকেল চালক। বেহালার পি কে চন্দ্র রোডের বাসিন্দা বছর তেইশের বিশাল জানাকে আহত অবস্থায় প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় এম আর বাঙ্গুর হাসপোতালে। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় সিএমআরআই হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় মোটর বাইকটিতে ধাক্কা দেওয়া ঘাতক গাড়িটির সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নীল-সাদা আলো, ক্ষুব্ধ মেয়র শোভন

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাস্তায় জ্বলছে না নীল-সাদা আলো। চিন্তিত স্বয়ং মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, সোমবার কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ বৈঠকে এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মেয়র। এক আধিকারিক জানান, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এলইডি লাইট খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কখনও সাদা লাইট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কখনও নীল লাইট। এদিন লাইটিং বিভাগের স্টোর কন্ট্রোলারকে দেখা করতে বলেছেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, জানা গেছে এমনটাই। কেন নতুন লাইট বারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সমস্যাটি ঠিক কী? পুর দফতর সূত্রে খবর, নতুন লাইট লাগানো হলেও তা বারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যা পরিবর্তন হয়তো করে দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে সময় লাগে বেশ কিছুটা। ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে।

এই পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ মেয়র পারিষদ (আলো) মনজর একবাল।

সম্প্রীতির নজির গড়ল বাদুড়িয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ২৮ মে— মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। এটা শুধু কবিতার বইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, এই বাংলার মাটিতেই সেটা বাস্তবায়িত হল। এক সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল বাদুড়িয়ার ৩ নং ওয়ার্ডের পান্তপাড়ার কিছু মুসলিম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় মন্মথ শীল নামে এক যুবক বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে খেউরের কাজ করে কোনও রকমে দিন কাটাত। রাস্তার পাশে পলিথিনের একটি ঝুপড়িতে নিয়ে খেউরের কাজ করে কোনওরকমে দিন কাটাত। রাস্তার পাশে পলিথিনের একটি ঝুপড়িতে বসবাস। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারে মা সাবিত্রী শীলের বার্ধক্যজনিত নানা অসুখের চিকিৎসা ও করাতে পারেন মন্মথ। ৭৫ বয়সী বৃদ্ধা সাবিত্রী চিকিৎসা বা ঔষধ না পেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। রবিবার রাতে। মায়ের এই মৃত্যুতে সংকটে পড়ে যান মন্মত। কিভাবে পরলৌকিক কাজ করবেন ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছিলেন না তিনি। রাস্তার পাশে বসে চোখের জল ঝরানো ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না তাঁর। চোখের সামনে পাড়ার গরিব ভাইকে এমনভাবে শোকহত হতে দেখে, এগিয়ে আসে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। তারা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধার সৎকারের জন্য। সোমবার সকালে চাঁদা তুলে বাঁশ কেটে চেলি তৈরি করে মৃত বৃদ্ধাকে নিয়ে সোমবার দুপুরে দাহ করে। সম্প্রীতির নজির গড়ল।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে রাহুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ২৮ মে— পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সহ বিভিন্ন জায়গায়। নির্বাচন মিটে গেলেও সেই সন্ত্রাসের কবলে পড়তে হচ্ছে হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। এখনও ঘরছাড়া বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। এলাকায় সন্ত্রাসের জেরে যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, তা ক্ষতিয়ে দেখতে হিঙ্গলগঞ্জের রুপমারী পঞ্চায়েতের বাঁশতলি এলাকায় যান বিজেপি’র কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিন্‌হা। সোমবার তিনি এলাকার কিছু বাসিন্দার সঙ্গে কথাও বলেন। এলাকার অধিকাংশ বিজেপি কর্মী-সমর্থক ঘর ছাড়া থাকায় কথা বলতে পারেননি। তিনি। এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন ও কিছু ভাঙচুর ঘর বাড়ি পরিদর্শন করেন। প্রতিমা মাইতি নামে এক গৃহবধূ রাহুল সিনহা কে বলেন, আপনার তো চলে যাবেন। তারপর আমাদের কি হবে? রাতে ওরা বোমাবাজি করবে, তখন কে বাঁচাবে আমাদের। উত্তর দিতে পারেননি রাহুল। তিনি বলেন, লুটেররা রাজ্য চালালে আতঙ্ক তো হবেই।

দুর্গাপুর শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেনাবাহিনীর অশোকস্তম্ভ প্রতীক লাগানো বুলেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মে— সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুর্গাপুর শহরজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটা নীল রঙের বুলেট। বাইকটির পিছনে নম্বর প্লেটের ঠিক উপরে লাগানো রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতীক, খোলা তলোয়ারের ওপর অশোকস্তম্ভ। দুর্গাপুর শহরের বাসিন্দা জনৈক রবি দাস বলেন, ‘আমরা কয়েকদিন ধরেই এই নীল রঙের (ডব্লুবি-৪০ এএফ ০৬১৬) বাইকটি অশোকস্তম্ভ লাগিয়ে ঘুরতে দেখেছি। প্রথমে জানতাম না এটা বেআইনি। এক বন্ধুকে বলতেই সে আমাকে বিষয়টি বলে। শনিবার বিকেলে এসডিএম অফিস চত্বরে দেখে অনেক খুঁজে মালিককে পেয়ে কেন এই প্রতীক লাগিয়েছেন, প্রশ্ন করতেই তিনি রেগে বলেন, ‘আমি লাগিয়েছি তো তোর কী? যা করার আছে করে নে।’ এই কথা বলে সিটি সেন্টার থেকে দ্রুত বাইক চালিয়ে পালিয়ে যান। জানা গেছে, গাড়িটি জনৈক এম হালদারের নামে দুর্গাপুর আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের দফতরের রেজিস্ট্রিকৃত। এই ব্যাপারে পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। পরিবহণ আইনে পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে যে, জাতীয় প্রতীকের অপব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয়। জেল ও জরিমানা দুয়েরই বিধান আছে। এই ব্যাপারে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এআরটিও’কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
(CIN : L45201WB1996PLC077451)
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com **ইমেল** : info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বারো মাসের নিরীক্ষত আর্থিক ফলাফল

কোটি টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০১৮	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত চলতি সময়ের অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.২০১৮	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.২০১৭
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	০.১৩	১.০৬	২.১৭
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.০৬	০.৯০	১.৬৫
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.০৬	০.৯০	১.৬৫
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.০৬	০.৭০	১.১২
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.০৬	০.৭০	১.১২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী	১৪.০১	১৪.০১	১২.৮৯
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	১. মূল	০.১১	১.৩৯	২.২৩
	২. মিশ্র	০.১১	১.৩৯	২.২৩

দ্রষ্টব্য :
ক. উল্লিখিত তিন মাস/বারো মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাস/বারো মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com থেকে পাওয়া যাবে।
খ. #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত হয়েছে প্রযোজ্য মতে ইন্দ-এএস রুলস/এএস রুলস লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮-০৫-২০১৮